মেহেরপুরে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা’র উদ্যোগে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সংস্থার সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম কান্তের নির্দেশনায় সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামে বিভিন্ন এলাকার অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ রোববার (৩০ আগস্ট) বিকেলে বামনপাড়া গ্রামে এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অস্বচ্ছল মানুষের কষ্ট লাঘব করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তারা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে দরিদ্র মানুষের হাতে চাল, ডাল, তেল, আটা ও লবণের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুরের সাধারণ সম্পাদক মো. রাজু হোসেন। তিনি বলেন, “সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতে সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এলে এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম আরও বড় পরিসরে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।”

খাদ্যসামগ্রী পেয়ে স্থানীয় দুস্থ ও অসহায় মানুষেরা আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সদস্য মো. জাহারুল ইসলাম।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী সদস্য কুলসুম খাতুন, সদস্য শেখ জাহিমাসহ অন্যান্য সদস্য।

গাংনীতে চুরির হিড়িক: ভ্যান হারিয়ে বিপাকে সাত সদস্যের দরিদ্র পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে চুরির ঘটনা যেন থামছেই না। আবারও গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই গ্রামে। গত রাতে আনুমানিক রাত ২:০০টার দিকে গ্রামটির দরিদ্র ভ্যান চালক রকিবুলের বাড়ি থেকে একটি পাখি ভ্যান চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম ওই গ্রামের লালচাঁদ (লালু)-এর ছেলে। চুরি হওয়া ভ্যানটির আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ভ্যানটি বাড়িতে রেখে ঘুমাতে যান চালক রকিবুল। এরপর রাত প্রায় ৩:০০টার দিকে তার বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই। পরে বুঝতে পারেন, চোরচক্র প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভ্যানটি চুরি করে নিয়ে গেছে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়িটির কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “আমাদের পরিবারে মোট সাতজন সদস্য রয়েছে। যার মধ্যে আমার একটি প্রতিবন্ধী নাতি রয়েছে, যার নিয়মিত চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়। এই প্রতিবন্ধী নাতির চিকিৎসাসহ পরিবারের এতগুলো মানুষের খাদ্যের ভার ছিল আমার ওপর। একমাত্র আয়ের উৎস এই ভ্যানটি চালিয়েই আমি সংসারের আহার জোগাড় করতাম। এটি হারিয়ে যাওয়ায় এখন আমার পক্ষে সংসার চালানো সম্পূর্ণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, তারা যেন দ্রুত আমার এই ভ্যানটি উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।”

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে ইদানীং চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি করেছে। বারবার এমন চুরির ঘটনায় অসহায় পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত চোরচক্রকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে খোয়া যাওয়া পাখি ভ্যান বা এর কোনো সন্ধান পেলে ভুক্তভোগী পরিবার অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগের অনুরোধ

জানানো হয়েছে। চুরি রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর ও জোরালো পদক্ষেপ কামনা করছেন এলাকাবাসী।

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী: ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯০ জনের জন্য ৩,৯০০ কেজি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৩ জনের জন্য ৩,৩৩০ কেজি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮৩ জনের জন্য ২,৮৩০ কেজি, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯৭ জনের জন্য ৩,৯৭০ কেজি এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২৮ জনের জন্য ৩,২৮০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে।

মোট ৯টি ওয়ার্ডে ৩,৮৫০ জন উপকারভোগীর জন্য ৩০,৮৫০ কেজি চাল বরাদ্দ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৩ মার্চ দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ ৯টি ওয়ার্ডের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের

তালিকা প্রস্তুত করে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এক সপ্তাহ পার হলেও অনেক ওয়ার্ডে তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি এবং কোথাও অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় দেখা যায়, তালিকায় নাম না থাকায় অনেক অসহায় মানুষ চাল পাননি। ভুক্তভোগীদের মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউ এমন আছেন যারা চলাফেরা করতে পারেন না বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। তাঁরা কাদতে কাদতে ফিরে গেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়মও হয়েছে। একজন মহিলা একাই ১৭টি টোকেন বা কার্ড নিয়ে চাল নিতে আসেন। পৌর কর্মচারী শাহ আলম তাৎক্ষণিকভাবে টোকেনগুলো আটক করেন। এছাড়া কিছু সচ্ছল ব্যক্তি এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যেমন কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করেন এমন কয়েকজন এবং বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন এমন কয়েকজন।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন দরিদ্র রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

টানা কয়েকদিনের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের মাঝে সরকারের উপহার হিসেবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। নিজ হাতে শীতবস্ত্র বিতরণ ও রোগীদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল।

এ সময় তিনি বলেন, শীতের কষ্ট লাঘবে সরকার অসহায় মানুষের পাশে রয়েছে এবং এই সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, চলমান শৈত্যপ্রবাহে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইউএনও উবাইদুর রহমান সাহেল নিয়মিতভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে শীতার্ত মানুষদের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। শীতবস্ত্র পেয়ে চিকিৎসাধীন রোগীরা উপজেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া, আমদহ শিশু বাগানপাড়া ও বামনপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পের অসহায় মানুষের মাঝে শীত নিবারণে প্রায় ২০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এসব কম্বল বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিতরণ কার্যক্রমে নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, সদর উপজেলা পিআইও সাইদুর রহমান ও ভূমি অফিসের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের পোতাহাটি গ্রামে দরিদ্রের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার

ঝিনাইদহের সাধুহাটি ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী পোতাহাটি গ্রামে দরিদ্রের মাঝেশীত বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছে।

তারুণ্যেও অগ্রযাত্রা সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার সকালে পোতাহাটি গ্রামের আব্দুল মান্নানের ওঠানে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরনের সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জজ কোর্টের এপিপি, ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত নির্বাহী সদস,দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক, এ্যাডভোকেট আলাউদ্দীন আজাদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাকিব আল হাসান, প্রভাষক সুজাউদ্দীন, সাইদুর রহমান ও রেজাউল তরফদারসহ অন্যান্যরা। আয়োজকরা জানান শীতের শুরুতে তারা তাদেও নিজস্ব অর্থায়নে এসব কম্বল বিতরণ করেন। সাধুহাটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায় ক্রমে এসব কম্বল বিতরণ করাহবে।

মেহেরপুরে ২১ ছাত্রী সাইকেল ও ১১ প্রতিবন্ধী পেল হুইল চেয়ার

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (ইউডিএফ) প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ২১ জন ছাত্রী এবং ১১ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে বাইসাইকেল ও হুইলচেয়ার বিতরণ করেছে সদর উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাইসাইকেল ও হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ডঃ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম।

জেলা প্রশাসক ডঃ আবদুল ছালাম বলেন, সারা দেশে স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই উদ্যোগেরই একটি অংশ হিসেবে আজ এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। অনেক ছাত্রী আছে যারা দূরত্ব বা আর্থিক কারণে নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। তাদের সেই কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দরিদ্র ও মেধাবী পরিবারের ছাত্রীদের হাতে এই বাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সাইদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এবং মোমিনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে আগুনে পুড়লো দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ীর স্বপ্ন

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে এক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী বসতবাড়িসহ গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।

আজ রোববার সকাল ১১ সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হারান আলীর বসতঘরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। হারান আলী ওই এলাকার চান আলী’র ছেলে। এঘটনায় ওই কৃষকের কমপক্ষে ৪ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী

গৃহকর্তা।

অগ্নিকান্ডের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহাবুদ্দীন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এসময় হারান আলীর ছোট বোন রঙ্গিলা ও স্বামী পরিত্যক্ত বাছেনা খাতুনের ঘরবাড়িও পুড়ে গেছে। জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া বাসিন্দা হারান আলী পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। সময়ে সময়ে তিনি দিনমজুরী কাজও করেন। তাদের বসতঘর লাগোয়া ছিল গরুর গোয়াল ঘর। আজ সকাল ১১ টার দিকে তার বোন রঙ্গিলা খাতুনের বসতঘরে বৈদ্যুতিক সটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। ওইসময় আগুন মুহূর্তে বসতঘর থেকে পাশের গোয়াল ঘর ও খড়ের গাদায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইউপি মেম্বর শাহাবুদ্দীন বলেন, ওইসময় বসতঘরে পরিবার সদস্যরা ছিলোনা। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পানি ছিটিয়ে নেভানোর পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ততক্ষণে গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডে বসতঘরের সঙ্গে নগদ সাড়ে ৬ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের পানিবাহি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষনে কৃষক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী হারান আলী, রঙ্গিলা খাতুন ও বাছেনা খাতুনের সহায় সম্বল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে রয়েছে তিনটি পরিবারের সদস্যরা। গৃহকর্তা হারান আলী বলেন, আগুন লাগার সময় পরিবার সদস্যরা কেউ ছিলনা। আগুনে পুড়ে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে গেছে আমার।

কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দরিদ্রদের মাঝে গরু

বিতরন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্টিদের মাঝে গরু বিতরন করা হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের দরিদ্রদের মাঝে এ গরু দেয়া হয়।

সমাজ কল্যান সংস্থা উষার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ,ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আজম বিশ্বাস। পরে ওই গ্রামের ৭ জন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী দরিদ্র মানুষের হাতে ৭ টি গরু তুলে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে আব্দুল হান্নান বলেন,বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় এ গ্রামের ৭ জন কে গরু দেয়া হল। পরবর্তীতে আরো ৫ জনকে এ গরু দেয়া হবে। অনুষ্ঠানটি উষার সহযোগিতায় করা হয়েছে।

গাংনীতে অগ্নিকান্ডে অসহায় দরিদ্রের ঘর পুড়ে ভস্মিভূত

চুলার আগুন থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় অসহায় দরিদ্রের ঘর বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর সর্দারপাড়া এলাকার আইতাল হোসেনের বাড়িতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

আইতাল হোসেনের স্ত্রী আহাজান নেছা জানান, বিকালে হেসেল ঘরে রান্না করার সময় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আগুনের লেলিহান শিখা পাশের গোয়াল ঘরেও ছড়িয়ে যায়।

গোয়াল ঘরে থাকা দুটি গরুর মধ্যে একটি গরু সামান্য পুড়ে আহত

হয়েছে। এছাড়া ঘরে থাকা পাটকাটি ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

আহাজানের ছেলে ফকির আহম্মেদ জানান, আমরা গরিব মানুষ। জনপাট খেটে দিন যাপন করি। আমাদের তিনটি ঘর পুড়ে প্রায় লক্কাধিক টাকার হ্মতি হয়েছে।

স্থানীয় ইপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, দরিদ্র এই পরিবারটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনা ও হ্ময়হ্মতির বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।